ভারত সিরিজ মার্করামের কাছে 'বিশাল পদক্ষেপ'

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় ● সেঞ্চুরিয়ান

১২ জানুয়ারি ঃ ৯৭, ১৫, ১৪৫ ও ১২৫। টেস্ট কেরিয়ারের প্রথম চার ইনিংসের স্কোর। বাংলাদেশ ও জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে জোড়া টেস্টে জোড়া সেঞ্চুরি করে প্রচারের শিরোনামে বছর তেইশের নবাগত প্রোটিয়াজ ব্যাটসম্যান আইডেন মার্করাম। তিন নম্বর টেস্টে প্রথমবার ব্যর্থতার মুখ দেখলেও, ভারতের বিরুদ্ধে লো স্কোরিং কেপটাউন টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৪ রানও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিশেষত দলের মোট স্কোর যেখানে ১৩০। বাংলাদেশ, জিম্বাবোয়ের পর বিরাট ব্রিগেড। ধারেভারে প্রথম দুই দেশের চেয়ে কয়েক যোজন এগিয়ে ভারত। মার্করামের কাছে তো ভারত সিরিজ কেরিয়ারের বিশাল পদক্ষেপ। বিরাটদের শক্তিশালী দলের তকমা দিয়ে মার্করামের সহজ সরল স্বীকারোক্তি, 'চলতি ভারত সিরিজ আমার কেরিয়ারের জন্য বিশাল পদক্ষেপ। শক্তিশালী দল। প্রতিটি বিভাগেই দক্ষ ক্রিকেটারের উপস্থিতি। আর সেই কারণে ওরা বিশ্বের এক নম্বর টেস্ট দল। লড়াইয়ের সমস্ত রসদ নিয়ে এখানে এসেছে। উঠতি ক্রিকেটার হিসেবে আমি রীতিমতো উত্তেজিত।'

কেপটাউনে প্রথম ইনিংসে মাত্র ৫ রান করেন। দ্বিতীয় ইনিংসে যদিও ভুলটা শুধরে নিয়েছিলেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আত্মবিশ্বাসী গলায় মার্করাম বলেও দিলেন, 'উইকেটের কথা মাথায় রেখে গেমপ্ল্যান বদলাতে হয়। প্রতিকূল পিচেও মানিয়ে নিতে হয়। আমি কিন্তু লড়াইয়ের মানসিকতা হারিয়ে ফেলিনি। আর যখন এটা হয়, আলাদা ছন্দ খুঁজে পাই নিজের খেলার মধ্যে। অনেক বেশি শক্তিশালী মনে হয় নিজেকে।' ডিন এলগারের সাহচর্যেও উপকৃত জানালেন মার্করাম। 'টেস্ট ক্রিকেটে এলগার অত্যন্ত অভিজ্ঞ। ক্রিজে শান্ত থাকতে সাহায্য করে আমাকে।'

কাল শুরু দ্বিতীয় টেস্টে দুই দলের লক্ষ্যটা আলাদা। ভারত যেখানে সিরিজ বাঁচাতে নামবে, সেখানে জয়ের হাতছানি প্রোটিয়াজ ব্রিগেডের জন্য। অথচ এমন গুরুত্বপূর্ণ টেস্টের আগে দুই দল মাত্র দুটি ট্রেনিং সেশন করেন। মার্করাম অবশ্য সিদ্ধান্তের পক্ষে সওয়াল করে বলে দিলেন, 'লম্বা ট্রেনিং সেশনের বদলে শরীর ও মনকে তাজা রাখাটা বেশি জরুরি। দুটি টেস্টের মধ্যে খুব বেশিদিন ছিল না। তাছাড়া দুই দলে খুব বেশি পরিবর্তন হবে বলে মনে হয় না। সেক্ষেত্রে কেপটাউন টেস্টের ধকল কাটিয়ে উঠতে বিশ্রামটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রথম টেস্টে রীতিমতো উত্তেজক লড়াই হয়েছে। ফলে মানসিকভাবে তাজা থাকাটাও দরকার।' সেঞ্চুরিয়ানের পিচের দিকে এবার নজর সবার। কেপটাউনে পেস–ফ্রেন্ডলি বাইশ গজে দুই দলের পেসাররা রাজত্ব চালিয়েছেন। ব্যাটসম্যানরা রান করতে হিমসিম খেয়েছেন। পিচ–পর্যালোচনায় মার্করাম বলেন, 'সাধারণত এখানে ব্যাটিং উইকেট হয়ে থাকে। কিন্তু এবার কীরকম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে, সেই সম্পর্কে আমি ওয়াকিবহাল নই। এখনও পর্যন্ত উইকেটটা দেখিওনি। তবে সাম্প্রতিক অতীতে এখানে বেশকিছু হাই স্কোরিং ম্যাচ হয়েছে।'

ব্যাটিং কম্বিনেশন বদলের বিরুদ্ধে সৌরভ

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি ঃ টিম কম্বিনেশন বারবার পরিবর্তন করলে আখেরে দলেরই ক্ষতি। সেঞ্চুরিয়ান টেস্টের আগের দিন ঠিক এই কথাটাই ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে মনে করিয়ে দিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। কেপটাউন টেস্টে আজিঙ্কা রাহানেকে বসিয়ে রাখা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তবে ভুল সংশোধন করে ফের টিম কম্বিনেশন ভাঙার প্রবল বিরোধী মহারাজ। প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের যুক্তি, 'টিম কম্বিনেশন নিয়ে বিরাট কোহলির আশঙ্কা করার কিছু নেই। উপমহাদেশের বাইরে লোকেশ রাহুল, আজিঙ্কা রাহানের রেকর্ড বেশ ভালো। তবে প্রতি ম্যাচে দল বদলানো সঠিক পদক্ষেপ নয়। কেপটাউনে যে ব্যাটিং লাইনআপের উপর আস্থা রেখেছে, সেই লাইনআপকেই সেঞ্চুরিয়ানে খেলানো উচিত। আরও দুটি টেস্ট রয়েছে। আমার ধারণা দুটো ম্যাচেই ফলাফল হবে।' প্রসঙ্গত, ওপেনিংয়ে শিখর ধাওয়ান ও মিডলঅর্ডারে রোহিত শর্মা চূড়ান্ত ফ্লপ। সবচেয়ে দৃষ্টিকটু দুই ইনিংসে দুজনের আউট হওয়ার ধরন। ফলস্বরূপ দুজনকে বসিয়ে লোকেশ রাহুল ও আজিঙ্কা রাহানেকে খেলানোর দাবি উঠছে। কিন্তু আজ সৌরভ পরিষ্কার বলে দিলেন, তিনি এই দলে নেই। পাঁচ বোলারের স্ট্র্যাটেজি ধরে রাখার উপরও জোর দিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। মহারাজের কথায়, ২০ উইকেট নিতে গেলে বোলিংকে শক্তিশালী করা জরুরি। 'কম্বিনেশন নিয়ে প্রচুর আলোচনা হচ্ছে। আমার মতে, পাঁচ বোলার খেলিয়ে ভারত ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রান করাটা যেমন জেতার জন্য প্রয়োজন, তেমনই উইকেট নেওয়াটাও জয়ের আবশ্যিক শর্ত। কেপটাউনে বোলাররা ২০ উইকেট তুলে নিয়ে কিন্তু আশা দেখিয়েছিল। বাকি দুটি টেস্টেও পাঁচ বোলারের থিয়োরি বজায় রাখা উচিত,– বিরাটদের পরামর্শ মহারাজের। বোলারদের দলগত প্রচেষ্টার সঙ্গে হার্দিক পান্ডিয়ার ৯৫ বলে বিস্ফোরক ৯৩ রানের ইনিংস হারা টেস্টে ভারতের প্রাপ্তি। সৌরভও প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে বলেন, 'হার্দিক দারুণ ব্যাট করল। কিন্তু বাকি ব্যাটিংয়ের চিত্রটা আশানুরূপ নয়। স্বভাবতই সমালোচনা হচ্ছে। দলে না থাকা ব্যাটসম্যানদের ফেরানো নিয়ে কথাবার্তা চলছে। আসলে হারলেই এসব হয়ে থাকে। তবে মনে রাখতে হবে, হারলেও প্রথম টেস্টে উত্তেজক লড়াই হয়েছে, যেখানে বল দাপট দেখিয়েছে। পিচের সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্যাপার হল, চতুর্থ দিনেও পেসাররা গতি–বাউন্স পেয়েছে। নিউল্যান্ডসে আমি খেলেছি। বেশকিছু ক্ষেত্রে ব্যাটসম্যানদের সুবিধা পেতে দেখেছি। কিন্তু গত টেস্টে তা হয়নি।'

আজ শুরু দ্বিতীয় টেস্ট, পাঁচ বোলারে এবিডিরা

বাদ ঋদ্ধি, রাহানে–অশ্বীনকে নিয়ে ধন্দ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

সেঞ্চুরিয়ান, ১২ জানুয়ারি ঃ সময় বড়োই নিষ্ঠুর। খুব দ্রুত বদলে ফেলে তার রং।

টেস্ট দুনিয়ায় এক নম্বর দল হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকায় পা রাখার পর থেকে কোহলিদের সম্ভাব্য পারফরম্যান্স নিয়ে নানা আলোচনা হয়েছে। পূর্বসুরীদের কখনও না পারা কাজটা বিরাটরা করে দেখাতেই পারেন, এমন কথাও শোনা গিয়েছে। বদলেছে ছবিটা। এতটাই বদলেছে যে, বিশ্বসেরা ব্যাটিং লাইনকে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটাররা তো বটেই, স্থানীয় সংবাদমাধ্যমও পাত্তাই দিচ্ছে না। বলা হচ্ছে, ঘরের মাঠে ভারত চিরকালই বাঘ ছিল। কোহলিরা তাহলে কেন ব্যতিক্রমী হতে যাবেন। সিরিজের ফল শেষপর্যন্ত কী দাঁড়াবে, সময় বলবে। টিম ইন্ডিয়া আফ্রিকান সাফারিতে হোয়াইটওয়াশ হলে কোহলি–শাস্ত্রীর জন্য কড়া সমালোচনা অপেক্ষা করে থাকবে।

তার একাধিক কারণও রয়েছে। কেপটাউনে প্রথম টেস্টে 'সাম্প্রতিক ফর্মকে' প্রাধান্য দিতে গিয়ে ভুল কম্বিনেশনে ডুবেছে দল। বিদেশের মাঠে সবচেয়ে সফল রাহানেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তটা বিস্ময়কর ছিল। উপমহাদেশের বাইরে টেস্টে নিয়মিত ব্যর্থ রোহিতকে খেলানোর সিদ্ধান্তও দলকে ডুবিয়েছে। ওপেনিংয়ে কেন ধাওয়ান খেলবেন, আর কেএল রাহুল মাঠের বাইরে থাকবেন– এই প্রশ্নেরও জবাব পাওয়া যায়নি। তাছাড়া অভিজ্ঞ ইশান্তকে বসিয়ে বুমরাহকে কেন খেলানো হল, তাও রহস্যে মোড়া। দলের তরফে দাবি করা হয়েছে, নিউল্যান্ডস টেস্ট শুরুর দিনে ইশান্তের জ্বর হয়েছিল। যদিও এমন দাবি কতটা ঠিক, জানা নেই। এমন অবস্থার মধ্যে কাল দ্বিতীয় টেস্ট শুরুর আগে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় দল নির্বাচন নিয়ে কোহলিকে সতর্ক করেছেন। বলেছেন, 'রাহুল–রাহানেকে বসিয়ে কেন ধাওয়ান–রোহিতদের খেলানো হল, জানি না। কিন্তু ওদের উপর যখন ভরসা করা হয়েছে, তখন আরও একটা সুযোগ দেওয়া উচিত।'

ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট শেষপর্যন্ত কী সিদ্ধান্ত নেবে, কালই স্পষ্ট হবে। তবে কোহলি–শাস্ত্রী জমানায় ভারতীয় দলের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হল 'ইগো'। এই দলটা 'বন্ধুপ্রীতি' ও 'লবিতে' বড্ড বেশি বিশ্বাসী। নিজেদের 'ভুল' স্বীকার করে নেওয়ার সৎ সাহসটাই নেই। বরং ভুলটা ধরিয়ে দিতে গেলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকেই কাঠগড়ায় তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেন কোহলিরা। এমন পরিস্থিতির মধ্যে কাল সেঞ্চুরিয়ানের সুপারস্পোর্ট পার্কে শুরু হচ্ছে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। দক্ষিণ আফ্রিকা যেমন তাদের দেশের সবচেয়ে দ্রুত গতি ও বাউন্সি উইকেটে পাঁচ পেসার নিয়ে টিম ইন্ডিয়াকে উড়িয়ে সিরিজ জয়ের কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছে, তেমনই কোহলিরা নিজেদের অস্তিত্ব ও মর্যাদা রক্ষায় কীভাবে ঘুরে দাঁড়ান, সেটা নিয়েও চলছে আলোচনা। যার মুখ্য বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে দুটো প্রশ্ন। এক, বিরাটের ভারত কী দল গঠন নিয়ে নিজেদের ভুল শুধরে নিতে পারবে। রাহানে, রাহুল কী সত্যিই খেলবেন? দুই, প্রথম টেস্টের ভুল আড়াল করতে গিয়ে দল নির্বাচনে কোহলিরা আরও বড়ো ভুল করে ফেলবেন না তো?

সেঞ্চুরিয়ানে টিম ইন্ডিয়ার অন্দরমহল থেকে যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, তার নির্যাস কিন্তু চমকে দেওয়ার মতো। শোনা যাচ্ছে, রাহানেকে ফেরানোর ভাবনা থাকলেও রোহিত দলে থাকছেন। রাহানে নিয়ে সিদ্ধান্ত রাতপর্যন্ত হয়নি। ধাওয়ানের বদলে রাহুল খেলছেন, এটা নিশ্চিত। আর সবচেয়ে চমকপ্রদ একজোড়া ভাবনা হিসেবে সামনে এসেছে দুটো তথ্য। এক, বাদ পড়তে পারেন অশ্বীন। দুই, নিশ্চিতভাবেই বাদ পড়ছেন ঋদ্ধিমান সাহা। দলের তরফে অবশ্য দাবি করা হচ্ছে, ঋদ্ধির সাইড স্ট্রেন হয়েছে। তার বদলে পার্থিবকে খেলানো হচ্ছে।

আজ দুপুরের অনুশীলনে ঋদ্ধিকে নেটে ব্যাট করানো হয়নি। কিপিং অনুশীলনও করেননি তিনি। বরং পার্থিবকেই অনুশীলন দিয়েছেন বেশ কিছুক্ষণের জন্য। দলের তরফে ফিটনেস সমস্যার কথা তুলে ধরা হলেও, কেপটাউনের ব্যাটিং ব্যর্থতার কারণে ঋদ্ধিকে ছেঁটে ফেলার সম্ভাবনাকেও পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তা যদি হয় অবিচারের শিকার হবেন ঋদ্ধি। কেপটাউনে ১০টি ক্যাচ নিয়ে ভারতীয় রেকর্ড গড়েছেন। আর যেখানে দলের টপঅর্ডারই দিশা খুঁজে পায়নি মরকেল–রাবাদা–ফিল্যান্ডারদের সামনে, সেখানে ব্যাটিং ব্যর্থতার জন্য ঋদ্ধিকে দায়ী করা কতটা যুক্তি? প্রশ্ন থাকছেই। এখন দেখার বিষয় টিম ম্যানেজমেন্টের 'চোট' অজুহাত কতটা সঠিক। নাকি তা বাদ দেওয়ার বাহানা মাত্র।

কিন্তু অশ্বীন বসলে তার বদলি কে হবেন, স্পষ্ট নয়। জ্বর থেকে ফিট হয়ে ওঠা জাদেজার কথা অনেকে বলছেন। কিন্তু কেন জাদেজা, তার ব্যাখ্যা নেই। সেঞ্চুরিয়ানের উইকেটে জাদেজাকে খেলানোর মানেই হয় না। বিকেলের দিকে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের পর দলের একটি বিশেষ সূত্র উত্তরবঙ্গ সংবাদের কাছে দাবি করেছে, দ্বিতীয় টেস্টের দলে একাধিক বদল প্রায় নিশ্চিত। যদিও এইসব বদলের জন্য দলের অন্দরের ফুরফুরে মেজাজটাই নষ্ট হচ্ছে। বাকি সিরিজেও হবে।

ভারত কি সিরিজে ঘুরে দাঁড়াতে পারবে? টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের মাঝে দক্ষিণ আফ্রিকার এক সাংবাদিক প্রশ্নটা ছুড়ে দিলেন দলের সঙ্গে সফররত ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের দিকে। তাঁকে পালটা বলা হল, কোহলি–পূজারা–বিজয়ের মধ্যে একজন বা দুজন যদি বড়ো রান পেয়ে যান, তাহলে ডুপ্লেসিসরাই চাপে পড়বেন। শুনে শুধুই হো হো করে হাসলেন তিনি। প্রোটিয়াজদের এমন মনোভাবের পিছনে রয়েছে সুপারস্পোর্ট পার্কের বাইশ গজ। উইকেটে ঘাস রয়েছে। তবে গ্রিনটপ বলা যাবে না। এখানকার উইকেটের গতি ও বাউন্স চিরকালই সাংঘাতিক। ইতিহাস বলছে, প্রোটিয়াজদের কাছে এই মাঠ অত্যন্ত পয়া। মোট ২২টি টেস্ট খেলে এখানে ১৭টিতে জিতেছেন তারা। তাছাড়া ২০১০ সালের সিরিজে সুপারস্পোর্ট পার্কে শচীনের অপরাজিত ১১১–র পরও ইনিংসে হেরেছিল ভারত। শচীনের সেই ইনিংসের ছবি সুপার স্পোর্টস পার্কের ভিতরের বারান্দায় টাঙানো রয়েছে। তবে প্রোটিয়াজদের দাবি হল, শচীন–দ্রাবিড়রা যখন পারেননি এখানে মরকেলদের সামলাতে, তখন 'এলেবেলে' কোহলিরা কী আর করবেন।

প্রোটিয়াজদের ধারণাকে প্রায় প্রতিষ্ঠা দিয়ে ভুল প্রথম একাদশ নির্বাচনের খেলাটা কোহলিরা আরও চালিয়ে গেলে সম্মান ও মর্যাদা আফ্রিকার জঙ্গলে মিলিয়ে যাবে বিরাটদের। শাস্ত্রী–কোহলির মধ্যে সেই বোধটা আছে কী? কে জানে। আসলে দলের অন্দরের ইগো শেষ করে দিচ্ছে কোহলির ভারতকে। সঙ্গে ভুল দল নির্বাচনের থিয়োরিও।

ইতিহাসের ধারা মেনে তাই 'উপমহাদেশের বাঘ' তকমাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে কোহলিকেও।

ঘুরে দাঁড়াতে প্রস্তুতি কোহলির।

ব্যাটসম্যানদের কাছে রান চান কোহলি

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

সেঞ্চুরিয়ান, ১২ জানুয়ারি ঃ এলেন। পজিটিভ বার্তা দেওয়ার মরিয়া চেষ্টা করলেন। সঙ্গে প্রথম একাদশ নির্বাচন নিয়ে ধোঁয়াশা বাড়িয়ে দিলেন।

কেপটাউনে প্রথম টেস্টের আগে প্রথা ভেঙে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হননি বিরাট কোহলি। যা নিয়ে বিস্তর বিতর্ক হয়েছিল। কাল দ্বিতীয় টেস্ট শুরুর আগে এমন প্রথা ভাঙার রাস্তায় যাননি ভারত অধিনায়ক। বরং দুপুরে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে নতুন শুরুর বার্তার পাশে ঘুরে দাঁড়ানোর কথাও শোনালেন তিনি। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সুপার স্পোর্টস পার্কে দারুণ কিছু করতে হলে সঠিক দল নির্বাচনের পাশে ব্যাটসম্যানদের দায়িত্ব পালনের চ্যালেঞ্জটাও থাকছে। কোহলি প্রবলভাবে সতীর্থদের সেই বার্তাও দিলেন। আর সবচেয়ে বেশি করে তাঁর ডেপুটি রাহানের কামব্যাক নিয়ে ধোঁয়াশা বাড়ালেন। রাহানেকে দারুণ ব্যাটসম্যান আখ্যা দিয়ে কোহলি জানিয়ে দিলেন, 'মজার ব্যাপার হল শেষ কয়েকদিনে ছবিটা শুধুই বদলাচ্ছে। প্রথম টেস্ট শুরুর আগে রাহানে খেলবে, কেউ ভাবেইনি। অথচ এখন রাহানে কেন খেলছে না, সেই প্রশ্ন উঠছে। ও দারুণ ব্যাটসম্যান। দক্ষিণ আফ্রিকাতেও অতীতে ভালো করেছে। কিন্তু দল হিসেবে আমরা সবসময় সঠিক কম্বিনেশন ও ব্যালেন্সের কথা ভাবি। রোহিত কেন প্রথম টেস্ট খেলেছে, আগেই বলেছি। আমি এখনও বলছি না যে, আজিঙ্কে এই টেস্টে শুরু করবে না। করতেও পারে। দেখা যাক কী হয়।'

ঘরের মাঠ বা উপমহাদেশে ভারতীয় দলের সবথেকে দুর্বলতার জায়গা হল স্লিপ ক্যাচিং। গত একবছর ধরে এই সমস্যা ভোগাচ্ছে টিম ইন্ডিয়াকে। দক্ষিণ আফ্রিকাতেও একই ছবি। স্লিপ ক্যাচিং নিয়ে বিরাট নিউল্যান্ডসে শিখরের ব্যর্থতার কথা মেনে নিয়েছেন। একটু ঘুরিয়ে বলেছেন, 'গত একবছরে কী হয়েছে, সেসব নিয়ে বলার জন্য এখন আসিনি আমি। প্রথম টেস্টে শিখর গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ক্যাচ ফেলেছিল। আবার দ্বিতীয় ইনিংসে রোহিতের দুরন্ত ক্যাচ আমাদের ম্যাচে ফিরিয়েছিল। অতীতে কী হয়েছে, সেসব নিয়ে না ভেবে আমরা দল হিসেবে সামনে তাকাতে চাইছি।' দ্বিতীয় টেস্টের ভারতীয় দলে একাধিক বদল হচ্ছেই। ধাওয়ানের বদলে কেএল রাহুল আসছেন। ঋদ্ধির (চোট রয়েছে বলে খবর) বদলে পার্থিব খেলছেন। হয়তো অশ্বীনও বাদ পড়বেন। ঘটনা যাইহোক না কেন, সবকিছুর পরও দুটো ফ্যাক্টার বড়ো হতে চলেছে সেঞ্চুরিয়ান টেস্টে। এক, দলের সঠিক কম্বিনেশনের সঙ্গে ব্যাটসম্যানদের প্রয়োগ ক্ষমতা। দুই, সুপার স্পোর্টস পার্কের বাইশ গজ।

প্রথম টেস্টের সঙ্গে এখানকার পিচের প্রচুর মিল পাচ্ছেন বলে জানাচ্ছেন ভারত অধিনায়ক। কোহলি বলছেন, 'নিউল্যান্ডসের মতোই প্রাণবন্ত পিচ বলে মনে হচ্ছে। সফল হতে গেলে দুটো দলকেই এই পিচে ভালো ক্রিকেট খেলতে হবে। কেপটাউনের পিচ নিয়ে আমাদের কোনো অভিযোগ নেই। আমরা না জিতলেও ভালো একটা টেস্ট ম্যাচ হয়েছে। এবারও তেমনই হবে।' এখানেই না থেমে বিরাট কোহলি আরও বলেছেন, 'বোলাররা প্রথম টেস্টে ভালো করেছে। দুই ইনিংসেই ব্যাটিং ডুবিয়েছে আমাদের। তবে সেজন্য ভয় পাওয়ার কিছুই দেখছি না আমি। ক্রিকেটে অনেক সময় এমন হয়। প্রথম টেস্টে সব ঠিকমতো না হলেও দ্বিতীয় টেস্টে আরও ভালো পারফর্ম করে দেখানোর ব্যাপারে আমরা আশাবাদী। কেপটাউনে আমরা হারলেও দারুণ উত্তেজক একটা টেস্ট ম্যাচ হয়েছে।' টেস্ট ক্রিকেটে সফল হতে গেলে বিপক্ষের ২০ উইকেট নেওয়ার সঙ্গে ব্যাটসম্যানদের যেমন রান করতে হবে, তেমনই পাঁচদিনের প্রতিটা সেশন জিততেও হবে। কোহলি বলছেন, 'টেস্ট ম্যাচে সফল হওয়ার অনেক শর্ত রয়েছে। আমাদের ব্যাটিং–বোলিংয়ে যেমন ভালো করতে হবে, তেমনই জিততে হবে পাঁচদিনের প্রতিটা সেশন। কোনো একটা সেশনে ফল খারাপ হলে ম্যাচের ভাগ্যও ঘুরে যেতে পারে। তাই সতর্ক থেকে আমাদের এগোতে হবে প্রতিটা সেশনে।'

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতের অতীত রেকর্ড ভালো নয়। এবারও সিরিজে পিছিয়ে টিম ইন্ডিয়া। কোহলিরা সিরিজে ঘুরে দাঁড়িয়ে ইতিহাস গড়তে পারবেন কিনা সময় বলবে। তবে আফ্রিকান সাফারিতে সফল হতে গেলে মানসিক কাঠিন্য দেখানো খুব জরুরি। আর ব্যাটসম্যান–বোলার, সবাইকে নিজেদের প্রয়োগ করতে হবে। কেপটাউন থেকে বোলাররা কাজটা শুরু করেছেন। এবার তাঁদের ধারাবাহিকতা দেখানোর পাশে ব্যাটসম্যানদের ফর্মে ফেরার পরীক্ষা। অধিনায়ক কোহলি বলছেন, 'নিজেদের সঠিকভাবে প্রয়োগ করাটা জরুরি। প্রয়োগ মানে এমন নয় যে উইকেটে হাজির হয়েই শট খেলা শুরু করে দেওয়া। আসল কথা হল, মানসিক কাঠিন্য দেখিয়ে নিজেকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করা। এখানের উইকেটে বাউন্স ও গতি থাকবেই। আমাদের শুধু পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে প্রয়োগ করতে হবে নিজেদের।'

বিরাট বার্তা তাঁর সতীর্থদের কতটা চাঙ্গা করতে পারে, সেটাই দেখার।

রাহানেকে বাদ দেওয়া বিরাট ভুল : ওয়েসেলস

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় ● সেঞ্চুরিয়ান

১২ জানুয়ারি ঃ অস্ট্রেলিয়ার হয়েও খেলেছেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট, আবার দক্ষিণ আফ্রিকার হয়েও খেলেছেন। ক্রিকেট দুনিয়ার নানা ওঠা–পড়ার তথ্য ও পরিসংখ্যান তার মুখস্থ। তিনি কেপলার ওয়েসেলস।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন অধিনায়কের মূল পরিচয় এখন ধারাভাষ্যকার। চলতি গান্ধি–ম্যান্ডেলা সিরিজেও তিনি ধারাভাষ্য দিচ্ছেন। নিউল্যান্ডসে প্রথম টেস্টে ভারতের শোচনীয় ব্যাটিং ব্যর্থতা দেখার পর কেপলার শুধু হতাশ নন, ক্ষুব্ধও। ক্ষোভ ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের উপর। আরও স্পষ্ট করে বললে, বিরাট কোহলির উপর। প্রথম টেস্টে ব্যাটসম্যান কোহলি তাকে যেমন হতাশ করেছেন, তেমনই ভারতীয় দল নির্বাচন নিয়েও তিনি বিরক্ত। বিদেশে সবচেয়ে সফল ও ধারাবাহিক রাহানেকে কেন বসিয়ে রাখা হয়েছিল, তিনি বুঝতে পারেননি। ওয়েসেলসের মতে, রাহানেকে দ্বিতীয় টেস্টের দলে অবশ্যই রাখা উচিত। না হলে আবার ডুববে ভারতীয় ব্যাটিং। এমন বিরক্তি নিয়েই উত্তরবঙ্গ সংবাদকে সাক্ষাৎকার দিলেন কেপলার ওয়েসেলস।

সিরিজের সম্ভাব্য ফল

অবশ্যই দক্ষিণ আফ্রিকা জিতবে, আমি নিশ্চিত। তবে ব্যবধানটা কী হবে, সেটা সময়ের উপরই ছেড়ে দিচ্ছি। ৩–০ ব্যবধানে ডুপ্লেসিসরা জিতলে অবাক হব না।

কোহলি বনাম শচীন

এখনই এই তুলনায় প্রবল আপত্তি রয়েছে আমার। দুজনেই ভালো। এভাবে তুলনায় আপত্তি রয়েছে আমার। শচীন গ্রেট। সেটা প্রমাণিত। বিরাট ভালো হলেও এখনও অনেক প্রমাণের বাকি।

ভারতের ব্যাটিং ব্যর্থতা

বর্তমান দলের বেশিরভাগ ব্যাটসম্যান সর্বোচ্চ মানের পেস ও সুইং খেলতেই জানে না। টেকনিকের পাশে টেম্পারামেন্টেরও সমস্যা রয়েছে। হঠাৎ করে সেটা বদলে ফেলে টিম ইন্ডিয়া দারুণ ব্যাটিং করবে, মনে হয় না। আর যে ছেলেটা বিদেশের কঠিন পরিবেশে ব্যাট করতে জানে, তাকেই তো খেলানো হল না। কেন এমন সিদ্ধান্ত বিরাটদের, জানি না। তবে আমার মতে রাহানেকে না খেলানো, বিরাট ভুল।

ভারতীয় পেস আক্রমণ

সামি–ভুবিরা দারুণ বল করেছে প্রথম টেস্টে। তবে ওদের জন্য আরও কঠিন চ্যালেঞ্জ থাকবে বাকি দুটো টেস্টে। মনে রাখবেন, নিউল্যান্ডসের তুলনায় সুপার স্পোর্টস পার্ক ও ওয়ান্ডারার্সের উইকেটে পেস ও বাউন্স দুটোই আরও বেশি থাকবে। তার সঙ্গে ভারতীয় পেসাররা কীভাবে মানিয়ে নেয়, সেদিকে তাকিয়ে আমি।

সাম্প্রতিক ফর্ম

ক্রিকেটে সাম্প্রতিক ফর্ম বলে সেভাবে কিছু আমি বিশ্বাস করি না। তাছাড়া ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কার মতো দুর্বল দলের বিরুদ্ধে খেলা, আর এখানে দক্ষিণ আফ্রিকাকে সামলানো সহজ নয়। এই দুটো ব্যাপার কখনই এক হতে পারে না। আমায় বলুন তো, রাহুল কেন বাদ। যেকোনো দিন ও ধাওয়ানের থেকে বেটার ওপেনার বিদেশের মাঠে। কঠিন পরিবেশ ও বাউন্সি উইকেটে টেকনিক না থাকলে আপনি সফল হবেন না। রাহানে–রাহুলকে এখনই দরকার ভারতীয় ব্যাটিংয়ে।

বিশ্বসেরা কোহলি

বিরাট অবশ্যই ভালো ব্যাটসম্যান। তবে বিশ্বসেরা বলতে আমার আপত্তি আছে। ওর আগ্রাসনটা ভালো লাগে আমার। আমার মতে, বর্তমান দুনিয়ার সেরা ব্যাটসম্যান অস্ট্রেলিয়ার স্টিভ স্মিথ। অবিশ্বাস্য ধারাবাহিকতা ওর। তাছাড়া দুনিয়ার সব প্রান্তে রান করেছে। কোহলির তো এখনও ইংল্যান্ড আর দক্ষিণ আফ্রিকায় রান করা বাকি। আগে শচীনের মতো দুনিয়ার সব প্রান্তে রান করুক কোহলি। তারপর ওকে সেরা বলে মেনে নেওয়া যাবে। বলতে পারেন বিরাট হল বর্তমান ক্রিকেটের শো–ম্যান।

স্টেইনের না থাকা

আমার মতে, দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য এটা কোনো সমস্যা নয়। স্টেইন অসাধারণ পেসার। কিন্তু চোট তো খেলারই অঙ্গ। নিউল্যান্ডসে ফিল্যান্ডার একাই ওর অভাব ঢেকে দিয়েছিল। এখানেও ওরা সেটাই করবে। ভারতীয় ব্যাটিংয়ের টেকনিক ও টেম্পারামেন্টের সমস্যা না থাকলে বলতাম স্টেইনকে মিস করবে দক্ষিণ আফ্রিকা। কিন্তু এখানে তেমন কোনো সম্ভাবনাই তো দেখছি না।

অনুষ্ঠান নানা চ্যানেলে

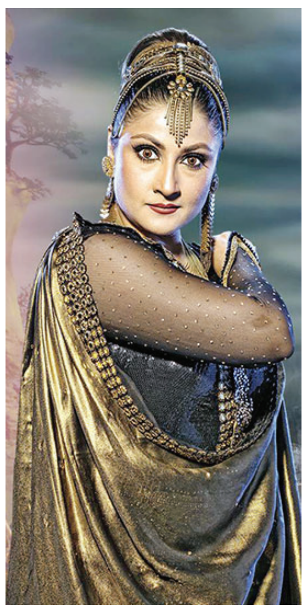

ভদ্রমা কোমা থেকে সুস্থ হয়ে প্রাসাদে রানি ইরাবতীর সঙ্গে দেখা করতে যায়। **চন্দ্রকান্তা** রাত ৮টায় **কালার্সে**।

ভিন্ন স্বাদের তড়কা তৈরির কৌশল শেখাবেন শেফ হরপাল। দেখুন **টার্বান তড়কা** রাত সাড়ে ৮টায় **ফুড ফুড চ্যানেলে**।

তিমি, ব্ল্যাক টিপ হাঙর গভীর জলে থাকার জন্য কীভাবে তাদের ইন্দ্রিয়গুলোকে কাজে লাগায়। **অ্যানিম্যাল প্ল্যানেট এক্সক্লুসিভ** সন্ধে সাড়ে ৭টায় **অ্যানিম্যাল প্ল্যানেটে**।

খেলা

সোনি টেন ওয়ান/এইচডি/টেন থ্রি ঃ দুপুর ১.৩০ **ভারত** বনাম **দক্ষিণ আফ্রিকা**, দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচের ১ম দিনের খেলা **সুপার স্পোর্টস পার্ক, সেঞ্চুরিয়ান** থেকে। **স্টার স্পোর্টস ওয়ান ঃ** সকাল ৬.১৫ আইসিসি অনূর্ধ্ব–১৯ বিশ্বকাপ, **নিউজিল্যান্ড** বনাম **ওয়েস্ট ইন্ডিজ**। সন্ধে ৬.৫০ **প্রিমিয়ার ব্যাডমিন্টন লিগ**। **স্টার স্পোর্টস ওয়ান তামিল/স্টার স্পোর্টস টু ঃ** দুপুর ১.৫০ আই লিগ, **আইজল এফসি** বনাম **চেন্নাই সিটি এফসি**। **স্টার স্পোর্টস ওয়ান হিন্দি/তামিল/স্টার স্পোর্টস টু/স্টার জলসা মুভিজ ঃ** সন্ধে ৭.৫০ ইন্ডিয়ান সুপার লিগ, **চেন্নাইয়ান এফসি** বনাম **এফসি পুনে সিটি**। **সোনি টেন ওয়ান/এইচডি ঃ** রাত ১২.৩০ ফরাসি লিগ, **মন্টেপিলার** বনাম **মোনাকো**। **সোনি টেন টু ঃ লা লিগা ঃ** বিকেল ৫.৩০ **গিরোনো** বনাম **লাস পালমাস**। রাত ৮.৪৫ **রিয়াল মাদ্রিদ** বনাম **ভিয়ারিয়াল**। রাত ১১.০০ **ইবার** বনাম **অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ**। রাত ১.১৫ **ডিপোর্টিভো** বনাম **ভ্যালেন্সিয়া**। **প্রিমিয়ার লিগ ঃ স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ওয়ান ঃ** রাত ৮.২০ **চেলসি** বনাম **লেস্টার সিটি**। রাত ১০.৫০ **টটেনহ্যাম হটস্পার** বনাম **এভারটন**। **স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট টু ঃ** রাত ৮.২০ **হাডার্সফিল্ড** বনাম **ওয়েস্টহ্যাম**। **স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট টু ঃ** রাত ১০.৪৬ **বুন্দেশলিগা, লিপজিগ** বনাম **শালকে**।

ম্যাচগুলি দেখুন সরাসরি

সারদা যখন প্রতিবেশীর কাছে নাকছাবি পরছেন তখন তাঁর স্বামী মৃত্যুশয্যায়। **জগৎ জননী মা সারদা** সন্ধে সাড়ে ৬টায় **আকাশ আটে**।

দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ টিনটিন বিকেল ৪.০২ মিনিটে **স্টার মুভিজে**

মিসেস সেন বেলা ১১.০৫ মিনিটে **ডিডি বাংলায়**

ডিডি বাংলা ঃ বেলা ১১.০৫ মিসেস সেন
আকাশ আট ঃ দুপুর ১.৩০ অন্তরালে
জলসা মুভিজ ঃ সকাল ১০.০০ জামাই ৪২০, দুপুর ১.০৫ প্রতিবাদ, বিকেল ৪.৩৫ লে হালুয়া লে, রাত ১০.০০ লভ এক্সপ্রেস
জি বাংলা সিনেমা ঃ সকাল ১০.০০ শ্বেত পাথরের থালা, দুপুর ১২.০০ অভাগিনী, বিকেল ৩.০০ চৌধুরি পরিবার, সন্ধে ৬.০০ আক্রোশ, রাত ৯.০০ রক্তঋণ
অ্যান্ড পিকচার্স ঃ সকাল ১০.৪৪ আ অব লওট চলে, দুপুর ২.০৫ কুং ফু যোগা, বিকেল ৪.২৭ বাদশা, রাত ৮.০০ গ্রেট গ্র্যান্ড মস্তি, ১০.৩২ হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য গবলেট অফ ফায়ার
বিফোরইউ মুভিজ ঃ সকাল ১০.০০ অকেলে হম অকেলে তুম, দুপুর ১২.০০ ওয়ান ম্যান আর্মি, বিকেল ৪.০০ গুলাম–ই–মোস্তাফা, সন্ধে ৭.০০ ধড়কন